বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

PUTTING CITIZENS FIRST

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

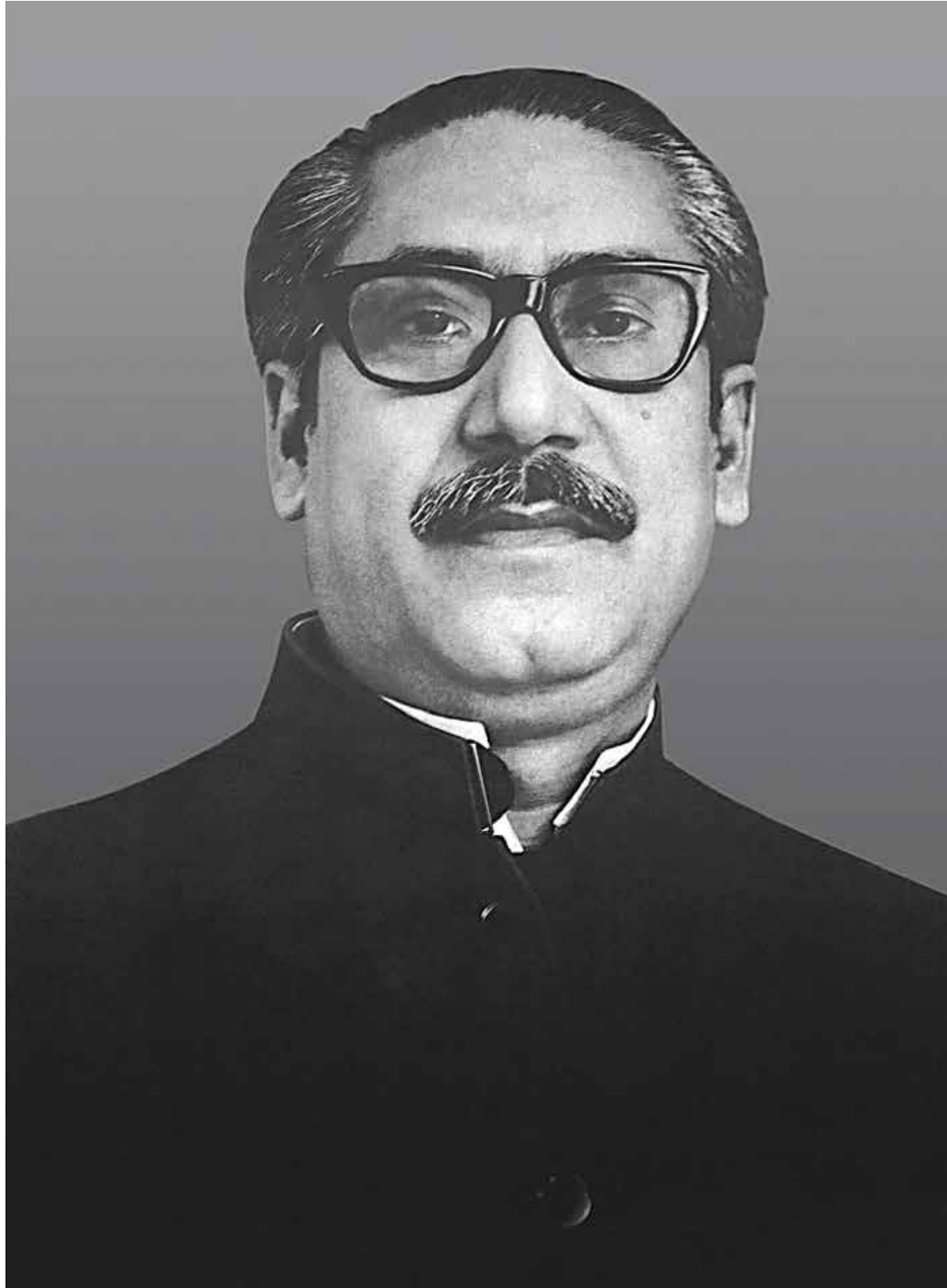

সরকারের জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত সকল সদস্যই 'পাবলিক সার্ভেন্ট' হিসেবে বিবেচিত। আর পাবলিক সার্ভিসের মূলমন্ত্র হলো নাগরিকের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া। আপনারা জনগণের সেবক। আপনারা যে যেখানেই কাজ করবেন, আপনাদের সামনে থাকবে শুধু বাংলাদেশ এবং এ দেশের মানুষ।

শেখ হাসিনা

জনপ্রশাসন পদক ২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ
ঢাকা, ২৩ জুলাই ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০১ শ্রাবণ ১৪২৭
১৬ জুলাই ২০২০

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ২০১৮-২০২০ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

২০০৯ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে আমরা জনবান্ধব বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করি। সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমের সুফল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পিতভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি বিশেষায়িত ইউনিট হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ জিআইইউ যাত্রা শুরু করে। সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা, গণখাতে উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ ও বাস্তবায়নে কৌশলগত সহায়তা প্রদানই এ ইউনিটের প্রধান দায়িত্ব। 'সবার আগে নাগরিক' -এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জিআইইউ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাল্যবিবাহ নিরোধে কার্যক্রম, দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়নসহ নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন বা অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানোর প্রবণতা হ্রাসের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রিজারভেটিভ উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান, নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণসহ নানা জনগুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইউনিটটি ভূমিকা পালন করে।

জিআইইউ 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' প্রবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬ সালে জনপ্রশাসন পদক এবং বাল্যবিবাহ নিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ঐ একই বছরে বাংলাদেশস্থ কানাডিয়ান হাই কমিশন কর্তৃক 'রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড' -এ ভূষিত হয়। এসডিজি অর্জনে কর্মকৌশল নির্ধারণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, এসডিজি স্থানীয়করণ, এসডিজি-তে যুবদের অংশগ্রহণসহ এসডিজি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে এটি কাজ করে যাচ্ছে। জিআইইউ কর্তৃক নির্মিত এসডিজি বিষয়ক থিম সং এবং এসডিজি স্থানীয়করণে ৩৯+১ সূচক প্রণয়ন দেশে-বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, গবেষণা পরিচালনা ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় জিআইইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের মাধ্যমে টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং এর শীর্ষ ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ফেলোদের প্রেরণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরিতেও এই ইউনিট প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

আমি আশা করি, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের নতুন নতুন কর্মকৌশল এসডিজি অর্জন এবং রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি 'গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ)' -এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

ড. গওহর রিজভী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
ও
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান

বাণী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ২০১৮-২০ সালে পরিচালিত কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal) অর্জনসহ উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারের এই প্রয়াস সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কেন্দ্র হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে তাদের কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে। একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ইউনিট অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে জনসেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১২ সালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই 'সবার আগে নাগরিক' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি দপ্তরসমূহে উত্তমচর্চার অনুশীলন বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে।

'Leaving no one behind' এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সাথে দেশের দলিত এবং সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম জিআইইউ গ্রহণ করেছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। একইভাবে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার সূচকের সাথে প্রতিটি জেলার একটি স্থানীয় সূচক অন্তর্ভুক্তিকরণ (৩৯+১ সূচক) কার্যক্রমে জেলা উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ জিআইইউ এর নেতৃত্বে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমি আশা করি, সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত এসডিজি স্থানীয় সূচক বাংলাদেশের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জিআইইউ হার্ভার্ড, অক্সফোর্ডসহ বিশ্বের অন্যান্য স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ সংক্ষিপ্ত কোর্স আয়োজনে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া 'প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ' প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নির্বাচিত ফেলোদের মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কার্যক্রমভিত্তিক এ প্রতিবেদন অন্যান্য সরকারী দপ্তরগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সাফল্য কামনা করি।

(গওহর রিজভী)

বাণী

ড. আহমদ কায়কাউস
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ২০১৮-২০২০ সময়ের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মানসে রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত হলো সরকারের অন্যতম থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে ২০১২ সালে জিআইইউ প্রতিষ্ঠা।

'সবার আগে নাগরিক' (Putting Citizens First) এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জিআইইউ সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ করার প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের নাগরিক সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়াকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জিআইইউ দ্বিতীয় প্রজন্মের 'সিটিজেন'স চার্টার' প্রণয়নে কাজ করছে। 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে জিআইইউ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গতানুগতিক 'বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন' এর পরিবর্তে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পাদিত কাজের মান ও পরিমাণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে 'বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন' প্রবর্তনে জিআইইউ কাজ করছে। 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' এর সাথে এসডিজির সমন্বয় এবং এসডিজি স্থানীয়করণে জিআইইউ এর কার্যক্রম প্রশংসনীয়।

বাল্যবিবাহ নিরোধে সাফল্য, পেনশন সেবা সহজীকরণ, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে বিকল্প প্রিজারভেটিভ কাইটোসান উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান, কোরবানির পশু নির্দিষ্ট স্থানে জবাইকরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে জিআইইউ এর উদ্ভাবন প্রশংসা লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন ও কোম্পানিসমূহে উত্তম চর্চার বিকাশ, পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, এসডিজি-তে যুবদের অংশগ্রহণ ও বিআরটিএ-র সেবা সহজীকরণসহ নানা উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে জিআইইউ যুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার সাথে সুসম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, উদ্ভাবনী কর্মকৌশল প্রণয়ন ও দক্ষ জনবল তৈরিতেও জিআইইউ কাজ করে যাচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও বহুল প্রত্যাশিত উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরি ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে যুগোপযোগী সংস্কার ধারণা উপস্থাপনে জিআইইউ তাৎপর্যপূর্ণ ও সৃজনশীল ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রত্যাশা করি। আমি জিআইইউ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং কর্মরত সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সাধুবাদ জানাচ্ছি।

(ড. আহমদ কায়কাউস))

বাণী

জুয়েনা আজিজ
মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ২০১৮-২০২০ সময়ের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বৈষম্যহীন সোনার বাংলা রূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে চলছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের নেওয়া অভীষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো; ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ও রূপকল্প ২০২১ সফলভাবে অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর।

এসডিজি বাস্তবায়নে জিআইইউ-এর বিভিন্ন উদ্যোগ এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের গতিকে ত্বরান্বিত করছে। এসডিজি স্থানীয়করণে ৩৯+১ সূচক নির্ধারণে স্থানীয় পর্যায়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে একেবারে প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অভিপ্রায়কে একীভূত করার ক্ষেত্রে জিআইইউ এর প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

জিআইইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির সুফল বাংলাদেশ এসডিজি অর্জনের পাশাপাশি নানা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে পাবে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শন রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেষ্ট হবেন।

সকলকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা।

(জুয়েনা আজিজ)

বাণী

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ২০১৮-২০ সালের কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন করতে সরকারের যে সমস্ত উন্নয়ন দর্শন ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে তাতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ গ্রহণের সাথে সাথেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা সহজীকরণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জিআইইউ সরকারি নীতি ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জনপ্রশাসনকে গতিশীল করতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) এর বাস্তবায়ন, সরকারি কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ, সরকারি কর্মচারীগণের কাজের মূল্যায়ন করতে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন এর পরিবর্তে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন বাস্তবায়নের রোডম্যাপ তৈরি, রাজধানীর যানজট নিরসনে ইউলুপ (U Loop) স্থাপনে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জিআইইউ তার উদ্ভাবনী উদ্যোগে সফলতার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। জিআইইউ ইতোমধ্যে পেনশন সেবা সহজীকরণ, বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গঠন, ফরমালিনের ব্যবহার হ্রাস, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে বিকল্প প্রিজারভেটিভ এর ব্যবহার ইত্যাদি কাজে সফলতা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ এর সফল ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ তৈরিতে জিআইইউ এর প্রয়াস প্রশংসার দাবিদার।

সরকারি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও নীতি বাস্তবায়নে নিজস্ব স্থানীয় গবেষণা থাকা খুবই জরুরি, যে বিষয়ে জিআইইউ অবদান রেখে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও নবতর উদ্ভাবন প্রয়োজন। সরকারি কর্মকৌশল নির্ধারণে জিআইইউ এর গবেষণাসমূহ সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং জিআইইউ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া)

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে জনসেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১২ সালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'সবার আগে নাগরিক' এ লক্ষ্যকে ধারণ করে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় নতুনত্ব আনয়ন, সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ, উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ সকল কার্যক্রম অংশীজনদের অবহিত করার জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে। তন্মধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হ্যান্ডবুক, সদাচার সংকলন, উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ, ফরমালিনের বিকল্প কাইটোসান, এসডিজি সংক্রান্ত প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য। এই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০খ্রি: সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ চলমান কার্যক্রমসমূহের সার্বিক উপস্থাপন।

'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কার্যক্রমে একটি নতুন সংযোজন। পাঁচটি কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত এ প্রকল্পটি ০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- সরকারি সংস্থা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন, ফলাফলমুখী জনপ্রশাসন তৈরি, সর্বোপরি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং সেবাদানে সক্ষম ও নাগরিকবান্ধব পাবলিক সেক্টর সৃষ্টি। সময়োপযোগী এ প্রকল্প গ্রহণের জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এসডিজির ১৭টি বিশেষায়িত অভীষ্টের বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক ও অবকাঠামোভিত্তিক সক্ষমতা চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজন নির্ধারণ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উন্নয়ন ও সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাদের ওপর দীর্ঘদিন সরকার নীতিনির্ধারণী বিষয়ে নির্ভর করতে পারে। এর ফলে সরকারের উন্নয়ন দর্শন এবং কর্মকৌশল নির্ধারণে স্থানীয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বিদেশি পরামর্শক নির্ভরতা কমে আসবে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ' প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এরকম স্থানীয় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে প্রশংসনীয়। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ হলো নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ প্রকল্প, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, বিনিয়োগ বিকাশ, পরিবেশ সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ উদ্যোগসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে, বাস্তবিক অর্থেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা টেকসই উন্নয়নে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

২০১৮-২০ সময়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ২য় প্রজন্মের সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কাঠামোর মাধ্যমে ফলাফলভিত্তিক দক্ষতা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নভিত্তিক কার্যক্রম, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন কার্যক্রমে দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহকে সম্পৃক্তকরণ, নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম প্রভৃতি। জিআইইউ এর এ কার্যক্রমগুলোর সাথে কেন্দ্র হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তর জড়িত, কাজেই এ প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের উপকৃত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া মহোদয় শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সহৃদয়তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নান্দনিক প্রচ্ছদ অংকনপূর্বক প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিসিএস প্রশাসন একাডেমির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) স্নেহভাজন মোঃ আব্দুল আওয়াল এর প্রতি।

জিআইইউ এর সকল কর্মকর্তা তাদের দায়িত্ব অনুসারে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের তথ্য উপস্থাপন করে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তথ্যাদি সংকলনসহ প্রতিবেদন প্রকাশে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)

PUTTING CITIZENS FIRST

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০২০

সূচিপত্র

পরিচিতি	(i) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	১-৮
	(ii) "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	৯-১৭
কম্পোনেন্ট - ১	পাবলিক সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা	১৮-৩৩
কম্পোনেন্ট - ২	সকল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জন	৩৪-৫৯
কম্পোনেন্ট - ৩	অধিকতর নাগরিকবান্ধব জনপ্রশাসন	৬০-৭১
কম্পোনেন্ট - ৪	সুশাসন নিশ্চিতকরণ	৭২-৮৩
কম্পোনেন্ট - ৫	টেকসই ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা	৮৪-১৮১
ব্যয় বিবরণী	"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী	১৮২-১৮৮
সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ	১৮৯-২৪৭
ফটো এ্যালবাম		২৪৮-২৬৯

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোপরি 'ভিশন ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। জিআইইউ এর ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ভিশন:

সুশাসন ও উদ্ভাবন বিষয়ে সরকারের থিংক ট্যাংক (Think Tank on Good Governance and Innovation);

মিশন:

প্রত্যাশিত নাগরিক সেবা প্রদানে সুশাসন বিষয়ক সংস্কার এবং উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

উদ্দেশ্য:

১. সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building): সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে "সবার আগে নাগরিক" এ নতুন সংস্কৃতিকে বিকশিত করা ও একই সাথে সরকারি কর্মচারীদের নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান;

(ক) সেবা প্রদানে পদ্ধতিগত জটিলতা হ্রাস;
(খ) সেবার মান উন্নয়ন;
(গ) সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের অধিক সম্পৃক্তকরণ এবং
(ঘ) নাগরিকগণের জন্য সুফল নিশ্চিতকরণ।

২. উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন (Innovation and Implementation): উদ্ভাবনকে বিকশিতকরণ এবং অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময় ও বাজেটের মধ্যে বাস্তবায়ন;

৩. গবেষণা (Research): সুশাসনের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করে তা ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাকে সহায়তাকরণ;

৪. লিয়াজোঁ ও আউটরিচ (Liaison & Outreach): বাংলাদেশের সুশাসন বিষয়ক Think Tank হিসেবে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা।

জিআইইউ কাঠামো:

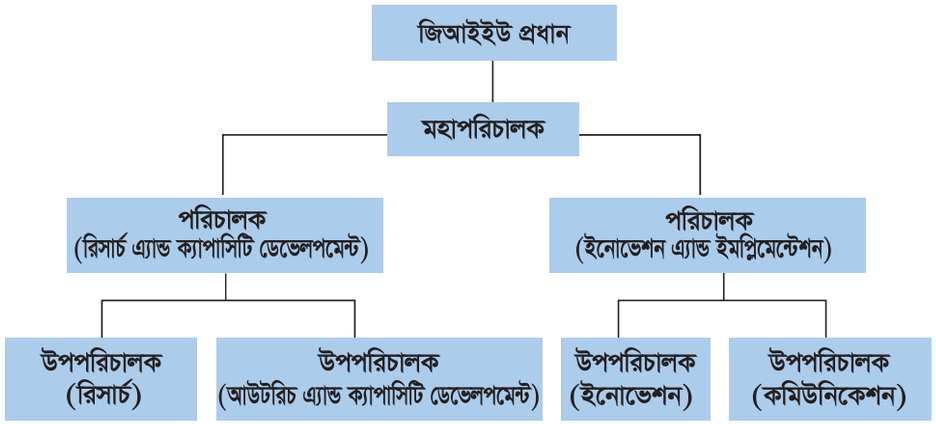

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
মহাপরিচালক

ইসমাত মাহমুদা
পরিচালক (রিসার্চ এ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট)

মোহাম্মদ আলী নেওয়াজ রাসেল
পরিচালক (ইনোভেশন এ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন)

মাহদী হাসান
উপপরিচালক (রিসার্চ)

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী
প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং ইউনিট প্রধান

মুশফিকা ইফফাত
উপপরিচালক (আউটরিচ এ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট)

মোসাঃ মোর্শেদা খাতুন
উপপরিচালক (ইনোভেশন)

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল জাকির
সিনিয়র সহকারী সচিব (সংযুক্ত)

মোঃ আরিফুল হক মামুন
সিনিয়র সহকারী সচিব (সংযুক্ত)

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
উপপরিচালক (কমিউনিকেশন)

পরিচিতি

কর্মপরিধি:

সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমের সুফল সুনির্দিষ্ট সময়সীমায় সুপরিকল্পিতভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গঠিত গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের (জিআইইউ) কর্মপরিধি নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়:

- সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকার কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন ও কৌশল প্রণয়ণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (Pathfinder Ministry) কে নীতিগত সহায়তা প্রদান;
- Pathfinder Ministry এবং এর অগ্রাধিকার প্রকল্প নির্ধারণের জন্য Steering Committee ও Strategy Committee এর সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান;
- সুশাসন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম বা কর্মসূচির জরুরি সমন্বয়সাধন;
- জনপ্রশাসন ও সরকারি সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন ও সেবা সহজীকরণে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও নতুন ধারণার আলোকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান;
- আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অধিকার সনদ ও নাগরিক সেবা ব্যবস্থাপনার উন্নততর বিকাশ (Innovation in service delivery) সংক্রান্ত চর্চা, গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ;
- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সরকারি সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রমের (best practice model and methods) পর্যবেক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেবা ব্যবস্থাপনায় তার বাস্তবানুগ প্রতিফলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপসহ আরো ৪টি কম্পোনেন্টে সরকারি সেবার মানোন্নয়নে সিটিজেন'স চার্টার বাস্তবায়ন, সরকারের সকল পর্যায়ে এপিএ বাস্তবায়নসহ সুশাসন নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন কার্যাবলি;
- সমগ্র বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণের সকল প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন;

- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য নীতি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান;
- সরকারের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানসহ প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রয়োজনবোধে সুশাসন বিষয়ক যেকোন কার্যক্রমের জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা বা ব্যক্তির কৌশলগত সহায়তা গ্রহণ;
- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সমন্বয়ের কার্যক্রম তদারকি ও পরামর্শ প্রদান;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সুশাসন বিষয়ক যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী ইউনিটের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

সাংগঠনিক স্তর:

(ক) Steering Committee:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত) সদস্যের একটি Steering Committee গঠন করা হয়। Steering Committee বছরে অন্তত একবার সভা করে জিআইইউ এর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং জিআইইউকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। এছাড়া জিআইইউ তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়মিত অবহিত রাখবেন। Steering Committee এর অন্যান্য সদস্যগণ:

- মাননীয় অর্থমন্ত্রী;
- মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা (জিআইইউ এর ইউনিট প্রধান);
- মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ২ জন (১ মহিলা + ১ পুরুষ) মাননীয় সংসদ সদস্য।

(খ) Strategy Committee:

জিআইইউকে কৌশলগত সহায়তা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি Strategy Committee গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ নিম্নরূপ:

- মন্ত্রিপরিষদ সচিব;
- প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব;
- সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
- সচিব, অর্থ বিভাগ;
- সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
- সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ;
- রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

কার্যপরিধি:

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) কে নীতিগত পরামর্শ ও সহায়তা দেয়ার জন্য Strategy Committee কাজ করবে। জিআইইউ সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য Strategy কমিটিকে অনুরোধ করবে। কমিটি বছরে অন্তত দুটি অথবা প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহবান করে জিআইইউ এর অনুরোধে বা নিজ বিবেচনায় জিআইইউকে সুশাসন, নবতর উদ্ভাবন এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল বিষয়ে পরমর্শ প্রদান করবে।

(গ) সাচিবিক সহায়তা:

মহাপরিচালক, জিআইইউ Steering Committee ও Strategy Committee কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি ইউনিট প্রধান এর নিকট সরাসরি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং ইউনিটে তাঁর সহকর্মীদের সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন।

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

পরিচিতি

গত ০১ এপ্রিল ২০১৮ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে আরম্ভ এ প্রকল্পটি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে শেষ হবে।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কাঙ্খিত প্রাপ্তি এবং কাঙ্খিত দীর্ঘমেয়াদী অর্জন নিম্নরূপ:

উদ্দেশ্য:

(ক) সরকারি সংস্থা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন, ফলাফলমুখী জনপ্রশাসন তৈরি এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন;
(খ) সেবাদানে সক্ষম ও নাগরিকবান্ধব পাবলিক সেক্টর সৃষ্টি।

প্রকল্পের কাঙ্খিত প্রাপ্তি (Output):

১. এসডিজি কেন্দ্রিক গবেষণা, উত্তম চর্চা এবং বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং জনবল কাঠামো প্রাপ্তি;

২. মন্ত্রণালয়ভিত্তিক এসডিজি বিষয়ক সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রাপ্তি;

৩. বাংলাদেশের এসডিজি অর্জন সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্যপ্রাপ্তি যা সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সহায়ক ভূমিকা রাখবে;

৪. প্রশাসনের সকল পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নের দর্শন ও উপকারিতা সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি;

৫. সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একই দর্শনের ভিত্তিতে কার্যকর ও নাগরিকবান্ধব নাগরিক সেবা সনদ প্রতিষ্ঠা;

৬. স্থানীয় সূচকনির্ভর সুশাসন বিষয়ক মূল্যায়ন কাঠামো সৃষ্টি যা সুশাসন সুসংহতকরণে সরকারকে সহায়তা করবে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে;

৭. নবলব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে সামাজিক সমস্যাসমূহের টেকসই সমাধান প্রাপ্তি;

৮. গবেষণালব্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে এসডিজি অর্জন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে এ প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে যা উন্নয়নকে টেকসই করবে।

পরিচিতি

প্রকল্পের কাঙ্খিত দীর্ঘমেয়াদী অর্জন (Outcome/ Impact):

১. এসডিজি অর্জন এবং সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন।
২. অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন জনপ্রশাসন।
৩. মন্ত্রণালয় পর্যায়ে লক্ষ্য ও ফলাফলভিত্তিক পারফরম্যান্স ব্যবস্থাপনা কাঠামো অর্জন।
৪. টেকসই উন্নয়ন।
৫. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পাবলিক সেক্টর।
৬. বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা তথা উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটি ৫টি কম্পোনেন্টের আওতায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) **কম্পোনেন্ট-১:**
স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নাগরিক সনদ বা সিটিজেনস চার্টারের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ প্রদানের জন্য মাঠ প্রশাসনসহ গণখাতের অন্যান্য সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রত্যাশিত অর্জন: পাবলিক সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

(২) **কম্পোনেন্ট-২:**
এসডিজি এর অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগসমূহের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন করা।

প্রত্যাশিত অর্জন: সকল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জন।

(৩) **কম্পোনেন্ট-৩:**
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কাঠামোর ক্রমোন্নোতির মাধ্যমে সরকারের সকল পর্যায়ে ফলাফলভিত্তিক দক্ষতা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রত্যাশিত অর্জন: অধিকতর নাগরিকবান্ধব জনপ্রশাসন।

(৪) **কম্পোনেন্ট-৪:**
বাংলাদেশের নিজস্ব একটি জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা।

প্রত্যাশিত অর্জন: সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

(৫) **কম্পোনেন্ট-৫:**
এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা।

প্রত্যাশিত অর্জন: টেকসই ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

কম্পোনেন্ট-১:

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নাগরিক সনদ বা সিটিজেন'স চার্টারের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ প্রদানের জন্য মাঠ প্রশাসনসহ গণখাতের অন্যান্য সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

- প্রত্যাশিত অর্জন: পাবলিক সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

‘সবার আগে নাগরিক’ এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ইতোপূর্বে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং সকল উপজেলা ভূমি অফিসে সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সিটিজেন'স চার্টার প্রবর্তন ও সিটিজেন'স চার্টারের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ‘নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিভাগের ৫৫টি ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ৫৮টি ‘নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

কর্মকাণ্ড-১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

ক. সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ;

খ. সেবা প্রদান পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনয়ন;

গ. সেবা প্রদানকারী দপ্তরের দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন।

'নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন' শীর্ষক জেলা পর্যায়ের স্বাষ্থ্য বিভাগের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রতি জেলা হতে ২ জন করে ৬৪টি জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে ১২৮ জন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে 'নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

এ লক্ষ্যে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ৪টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) কোর্সে ১৬টি জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে ৩২ জন মেডিকেল অফিসার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

কার্যক্রম-২

‘নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন’ শীর্ষক জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

জিআইইউ এর ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের পরিচালনায় ৫৫টি জেলায় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের জন্য (বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিক) ‘নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন’ শীর্ষক জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন।

'নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন' শীর্ষক জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রতি জেলা হতে ২ জন করে ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় হতে ১২৮ জন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে 'নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রতি জেলা হতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং একজন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের অংশগ্রহণে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের জন্য ৪টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) কোর্সে ১৬টি জেলার ৩২ জন করে কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

'নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন' শীর্ষক জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য বিভাগের ন্যায় জিআইইউ এর ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের পরিচালনায় ৫৮টি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে 'নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তরের ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষণ রূপরেখা:

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের পূর্বে দেশের সকল সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন'স চার্টার ছক প্রেরণ পূর্বক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে তাঁর কার্যালয়ের খসড়া সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে গ্রুপওয়ার্ক পর্বে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সিটিজেন'স চার্টার বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার আলোকে উক্ত খসড়া সিটিজেন'স চার্টার সংশোধন করা হয়েছে।

অতঃপর দলগত উপস্থাপনার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণকারীদের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে সকল জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের প্রশিক্ষক পুলের মাধ্যমে জিআইইউ এর ব্যবস্থাপনায় স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আদলে তাদের আওতাধীন দপ্তরসমূহের সমন্বিত ছকে (Unified Format) সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য নির্দেশনাবলী:

- সময়াবদ্ধ সেবা প্রদানের গুরুত্ব;
- জনবান্ধব মানসিকতা তথা উন্নত গণখাত সংস্কৃতি;
- সেবা প্রদানের জন্য যুক্তিসংগতভাবে সময় নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- সেবা অনুসারে পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ (মূল/ সত্যায়িত ফটোকপি/ কপির সংখ্যা) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সুনির্দিষ্ট তালিকা উপস্থাপন;
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কিত তথ্য (বিকল্প সুযোগসহ যেমন ওয়েবসাইট/ অফিসের রুম নম্বর) উপস্থাপন;
- নিজ দপ্তরে সংরক্ষিত কোন কাগজ সেবা গ্রহীতার নিকট না চাওয়া।

কম্পোনেন্ট-২:

এসডিজি এর অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শেখ হাসিনা উদ্যোগসমূহের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন করা।

- প্রত্যাশিত অর্জন: সকল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জন।

জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি'র ঘোষণার পর সরকারের সকল সেক্টরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহের বহুমাত্রিকতা বেড়েছে এবং অভীষ্টসমূহের অর্জনকে টেকসই করার জন্য চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পর্কের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ অর্জনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মচারী পর্যায়ে এসডিজি'র ১৭টি বিশেষায়িত অভীষ্টের বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক ও অবকাঠামোভিত্তিক সক্ষমতার ঘাটতি। এ লক্ষ্যে সরকারের বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক ও কাঠামোগত সক্ষমতা চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজন নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ জরুরি। সুতরাং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উন্নয়ন ও সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা উচিত যাদের ওপর দীর্ঘদিন সরকার নীতিনির্ধারণী বিষয়ে নির্ভর করতে পারবে। এর ফলে সরকারের উন্নয়ন দর্শন এবং কর্মকৌশল নির্ধারণে স্থানীয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বিদেশি পরামর্শক নির্ভরতা কমে আসবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকারের বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক ও কাঠামোগত সক্ষমতা চিহ্নিতকরণ এবং নীতিনির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে;

১। সক্ষমতা মূল্যায়ন:

গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে এসডিজি অভীষ্টসমূহ অর্জনে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার স্বরূপ এবং ঘাটতিসমূহ চিহ্নিতকরণ।

২। সক্ষমতা বৃদ্ধি:

ক) চিহ্নিত প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;

খ) প্রশিক্ষণ আয়োজন;

গ) এসডিজি অভীষ্টসমূহের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ প্যানেল সৃষ্টির জন্য কর্মকর্তাবৃন্দকে পিএইচডি, মাস্টার্স পর্যায়ের অধ্যয়ন এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করা।

"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" বা "Strengthening the Capacity of Public Administration for achieving Sustainable Development Goals" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে দুই ধরনের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছে:

ক) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ;

খ) দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ।

স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ:

"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেবল সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শিরোনামে দেশে এবং বিদেশে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য দেশব্যাপী প্রশিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে ০৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের (Training for Trainers) ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে:

১. আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), রাজশাহী;
২. আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), চট্টগ্রাম;
৩. আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), খুলনা;
৪. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া;
৫. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা;
৬. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট।

গত ১৬ মে ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২১ জন অনুষদ সদস্যকে 'এসডিজি বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়েছে। বিআরডিটিআই, সিলেট ব্যতীত অন্য ৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০০ জন প্রশিক্ষককে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করেছে।

কম্পোনেন্ট-২

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জিআইইউ এর যোগাযোগঃ

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ জন সরকারি কর্মকর্তার হাতে-কলমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বিষয়ক Action Research for SDGs Localization in Bangladesh শীর্ষক ২ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-২

অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বিষয়ক **'Action Research for SDGs Localization in Bangladesh'** শীর্ষক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে **'Knowledge Sharing on Action Research for SDGs Localization in Bangladesh'** শীর্ষক ফলোআপ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসম্পাদন-২

অন্যদিকে ক্রমাগত যোগাযোগ এবং গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির সাথে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর আলোচনার প্রেক্ষিতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

২০১৮-২০২০

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অব্যাহত অনলাইন যোগাযোগ, গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলের সাথে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর আলোচনা এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে বিশেষ আলোচনা সভার প্রেক্ষিতে আগামী সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালনা করার কার্যক্রম চলছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০২০

অনলাইন যোগাযোগ এবং গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি এর প্রতিনিধিদলের সাথে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর আলোচনার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের মধ্যেই থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে এসডিজি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালনা শুরু হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে AIT এবং জিআইইউ একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ রূপরেখা চূড়ান্ত করেছে।

কম্পোনেন্ট-২

“টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

“টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের নিমিত্ত সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর আওতায় প্রতি অর্থবছরে ২টি পর্যায়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি অধ্যয়নের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাস্টার্স অধ্যয়নের জন্য ১৭২টি এবং পিএইচডি অধ্যয়নের জন্য ৮৩টি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয়:

১) বিসিএস সরকারি কর্মকর্তা (ক্যাডার সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাগণ);

২) নন-বিসিএস সরকারি কর্মকর্তা (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যসহ ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত নন এমন সকল সরকারি কর্মকর্তা) এবং

৩) বেসরকারি পর্যায়ে অধ্যয়নে আগ্রহী ব্যক্তি।

প্রকল্পের অনুমোদিত দলিল অনুযায়ী এ তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রদত্ত ফেলোশিপের শতকরা হার নিম্নের চিত্রে উপস্থাপন করা হল।

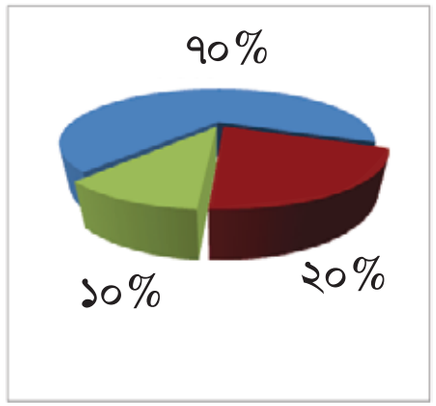

চিত্র-১: ক্যাটাগরিভিত্তিক ফেলোশিপের বিভাজন।

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপপ্রাপ্ত ফেলোগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত আছেন। প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের আওতায় কেবলমাত্র Times Higher Education World University Rankings অনুযায়ী প্রথম ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদানের শর্তের ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, জন হপকিন্স, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করছে। চিত্র-২ এ গন্তব্য দেশ অনুযায়ী ফেলোদের সংখ্যা উপস্থাপন করা হল।

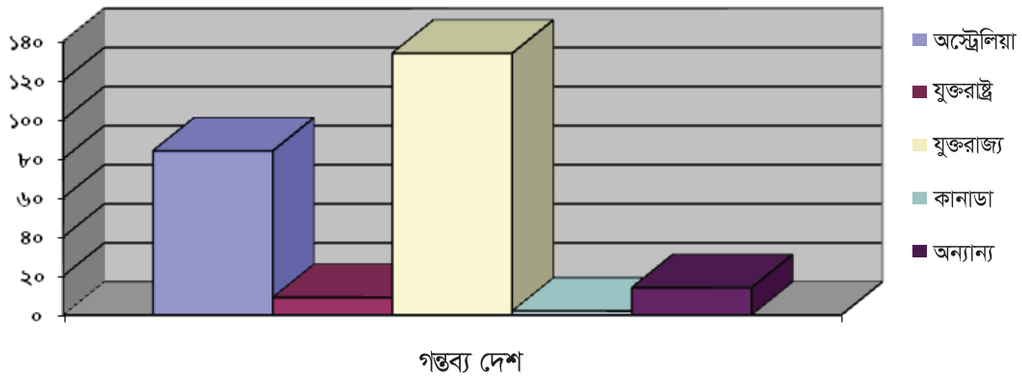

চিত্র-২: দেশভিত্তিক ফেলোদের গন্তব্যস্থল

ইতোমধ্যে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাস্টার্স অধ্যয়নের জন্য ১৭২টি এবং পিএইচডি অধ্যয়নের জন্য ৮৩টি ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ এ পর্যন্ত ১২০ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের প্রায় ৫৮%।

ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত ফেলোদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। ফেলোগণ তাদের যেকোন প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ফেলোগণ যাতে বিদেশে নিজেদের একা মনে না করেন সে লক্ষ্যে ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটি ফেলোদের সাথে নিয়মিত অনলাইন যোগাযোগ রক্ষা করছে।

কম্পোনেন্ট-৩:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কাঠামোর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে সরকারের সকল পর্যায়ে ফলাফলভিত্তিক দক্ষতা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রত্যাশিত অর্জন: অধিকতর নাগরিকবান্ধব জনপ্রশাসন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
(Annual Performance Agreement-APA)

সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য পারফরম্যান্সভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement- APA) মাধ্যমে সরকারি অফিসসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোপূর্বে জিআইইউ এর নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন ৫টি সংস্থা বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ কার্যক্রমের ফল হিসেবে সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) তে নিম্নলিখিত গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে:

ক. সংস্থা কেন্দ্রিক সঠিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective) নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে;

খ. বিগত বছরের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে;

গ. সংস্থা সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদন সূচক (Key Performance Indicator) নির্ধারণ ও তার জন্য উপযুক্ত মান বরাদ্দ করেছে;

ঘ. ইনপুট নির্ভর কর্মসম্পাদন সূচকের পরিবর্তে ফলাফল নির্ভর কর্মসম্পাদন সূচকের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement- APA) বিষয়ে জিআইইউ এর নিয়মিত গবেষণার ফলাফল হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামোতে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন আনা হয়েছে:

ক. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিদ্যমান কাঠামোর সেকশন ৩ সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদন সূচক (Key Performance Indicator) অন্তর্ভুক্তকরণ। এর ফলে কোন সংস্থার সার্বিক কর্মকৃতি সহজে দৃশ্যমান করা সম্ভব হয়েছে।

খ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিদ্যমান কাঠামোর সেকশন ৩ এর মূল সারণিতে গৃহীত কর্মকাণ্ড কর্মসম্পাদন সূচক কোন ভিত্তিতে গ্রহণ করা হলো তা সুনির্দিষ্ট করার জন্য একটি কলাম (কলাম-৭) সংযুক্ত করা হয়েছে।

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4		Column 5	Column 6					Column 7	Column 8	
						Target/ Criteria Value						Evaluation	
Strategic Objectives	Weight of Strategic Objective	Activities	Performance Indicators (PI)	Unit	Weight of PI	Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor	Name of the Document from where the activity/PI has been selected (FYP/SDG/Policy/etc)	Achievement	Score

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় সংস্থাসমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রয়োজনীয় সংশোধন ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় জিআইইউ নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রস্তাব করে:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন করার ক্ষেত্রে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সুপারিশকৃত নীতিমালা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশোধন নীতিমালা।

ক) বিশেষ (সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন/ নীতি/ কৌশল পরিবর্তনের কারণে) ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের কৌশলগত উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ এর সম্মতি সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যাবে;

খ) সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন/ নীতি/ কৌশল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস/ বৃদ্ধি করতে পারবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোন লক্ষ্যমাত্রার হ্রাসের পরিমাণ সাধারণ ক্ষেত্রে অনধিক ৫% এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% হবে;

গ) অনুচ্ছেদ 'খ' এর বিধান সাপেক্ষে সংস্থা প্রধান কোন লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনধিক ৫% কোন লক্ষ্যমাত্রা হ্রাসের অনুমোদন প্রদান করতে পারবে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ কে অবহিত করতে হবে;

ঘ) অনুচ্ছেদ 'গ' এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য যে কোন লক্ষ্যমাত্রা হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ এর সম্মতি প্রয়োজন হবে;

ঙ) আবশ্যিক উদ্দেশ্যেও আওতাধীন কোন লক্ষ্যমাত্রা/ আপেক্ষিকমান (weight) পরিবর্তন করা যাবে না;

চ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কোন কৌশলগত উদ্দেশ্য ও আপেক্ষিকমান (weight) পরিবর্তন করা যাবে; তবে শর্ত থাকে যে, এ হ্রাস/ বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০% হবে এবং আপেক্ষিক মান (weight) পুনঃবণ্টন (rearrange) করার ক্ষেত্রে সংস্থার কাজের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বিবেচনা করতে হবে;

ছ) অনুচ্ছেদ 'চ' এর বিধান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কোন কৌশলগত উদ্দেশ্য ও আওতাধীন কর্মসম্পাদন সূচক সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, কর্মসম্পাদন সূচক বিয়োজন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ এর সম্মতি প্রয়োজন হবে;

জ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশোধন প্রস্তাব (সম্মতি/ অবহিতকরণ) বিবেচ্য বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে ও জিআইইউ তে প্রেরণ করতে হবে;

ঝ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বছরের ৩১ ডিসেম্বরের পরে কোন সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (Annual Performance Appraisal Report-APAR)

Performance Appraisal এর ধারণা মূলত দু'টি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়:

i. সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন (Evaluation) ও

ii. কর্মকর্তার ভবিষ্যত সম্ভাবনা (Potential) মূল্যায়ন (Evaluation)।

সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের দু'টি অংশ:

i. সম্পাদিত কাজের পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপ এবং

ii. কর্মকর্তার পেশাগত দক্ষতা ও আচরণের (ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ) মূল্যায়ন।

কর্মকর্তার ভবিষ্যত সম্ভাবনা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Appraisal এ দু'টি বিষয়ের প্রতিফলন থাকা আবশ্যক:

i. প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সুপারিশ এবং

ii. কর্মজীবন পরিকল্পনা তথা কর্মকর্তার বদলি, পদায়ন ইত্যাদি বিষয়ক সুপারিশ।

বাংলাদেশের সরকারি খাতে বর্তমানে কর্মসম্পাদন মূল্যায়নে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তা বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বা Annual Confidential Report (ACR) নামে পরিচিত। বিদ্যমান এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সূচনালগ্ন থেকেই চলমান রয়েছে এবং এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে এ পদ্ধতির একটি প্রধান সমালোচনা হলো এর মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বরঞ্চ মূল্যায়নে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার বিষয়ে অনুবেদনকারী কর্মকর্তার সাধারণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটার সুযোগ অত্যন্ত বেশি। ফলে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে এ পদ্ধতির সংস্কারের বিষয়টি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে।

কর্মসম্পাদন উন্নয়নের তিনটি মূল স্তম্ভ Performance Information System, Performance Evaluation System এবং Performance Incentive System. উক্ত স্তম্ভ তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কাঠামোর মধ্যে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে প্রবর্তিত এ পদ্ধতিকে টেকসই ও কার্যকর করতে তৃতীয় স্তম্ভ তথা Performance Incentive System এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APR) পর্যালোচনান্তে একটি যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (Annual Performance Appraisal-APAR) এর একটি মডেল সুপারিশপূর্বক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে।

প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR) এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পঞ্জিকাবছরভিত্তিক মূল্যায়নের পরিবর্তে অর্থবছরভিত্তিক মূল্যায়ন;

২. APAR এর মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর সরাসরি কর্মসম্পাদনের পরিমাণগত ও গুণগত মূল্যায়নের জন্য ও অবশিষ্ট ৫০ নম্বর (গোপনীয়) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পেশাগত দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে;

৩. প্রস্তাবিত APAR এ সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গোপনীয় অংশে প্রাপ্ত নম্বরের বিষয়ে আপীল করার সুযোগ থাকছে;

৪. প্রস্তাবিত APAR এর ফলে একজন কর্মচারীকে তাঁর পারফর্ম্যান্স এর ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় প্রণোদনা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;

৫. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Performance Based Evaluation Systems (PBES) এর আওতায় প্রবর্তিত অ্যানুয়াল পারফর্ম্যান্স রিপোর্টকে ভিত্তি ধরে APAR এর মূল কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। PBES এর ধারণা ও দর্শনগত ভিত্তিটি সমুন্নত রাখা হয়েছে;

৬. কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ যোগ্যতাকে ইতিবাচকভাবে তাঁর কর্মজীবন পরিকল্পনার (ক্যারিয়ারের) সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মকর্তার বিশেষ যোগ্যতা পদায়নের জন্য বিবেচিত হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে যথাযোগ্য রূপে গড়ে তোলার (Mentoring) সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে;

৭. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সি.আর. শাখার অনুরূপ বা কাছাকাছি মানের APAR ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালুর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের ACR ব্যবস্থাপনা ও ক্যারিয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যমান শাখা বা ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধি বা এজন্য একটি সার্বক্ষণিক নিবেদিত শাখা সৃষ্টি বা দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এ শাখা বা ইউনিট কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্স এর সাথে তাঁর ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের APA-তে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয় সাধন করে চূড়ান্তকৃত নম্বরসহ ডোসিয়ারসমূহ সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

৮. কর্মকর্তার কর্মসম্পাদনে দলীয় অর্জনকে গুরুত্ব দেয়ার মানসে সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্স এর পাশাপাশি কর্মকর্তার মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ উইং/ দপ্তরের কর্মসম্পাদনকেও বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ-মধ্যম-জ্যেষ্ঠ শ্রেণিতে কর্মচারীগণকে বিন্যস্ত করে কনিষ্ঠ পর্যায়ে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্সকে অধিকতর গুরুত্ব এবং জ্যেষ্ঠতর পর্যায়সমূহে ক্রমান্বয়ে ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের পারফর্ম্যান্সকে আনুপাতিক হারে অধিকতর গুরুত্ব (weight) দেয়া হয়েছে।

এ শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ:

কর্মকর্তার পর্যায় বা লেভেল	বেতন গ্রেড	মন্তব্য
কনিষ্ঠ	৯ম থেকে ৬ষ্ঠ	টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড ব্যতীত
মধ্যম	৫ম থেকে ৩য়	
জ্যেষ্ঠ	২য় থেকে ১ম	

৯. প্রস্তাবিত মূল্যায়ন কাঠামোর অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সূচি (Implementation Calendar) সুপারিশ করা হয়েছে। এ সময়সূচিতে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার নিকট এ ফরমটি প্রেরণ, অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুবেদনকারী কর্মকর্তা বরাবর সেলফ্ এপ্রেইজাল অংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন ইত্যাদিসহ চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময়সীমা সংক্রান্ত সুপারিশ রয়েছে।

কম্পোনেন্ট-৪:

বাংলাদেশের নিজস্ব একটি জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা।

প্রত্যাশিত অর্জন: সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (National Governance Assessment Framework-NGAF) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী

সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুশাসন অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। ফলে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, সুশাসনের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুশাসন অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজন বৈধ, গ্রহণযোগ্য ও সুশৃঙ্খল তথ্য উপাত্ত। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে সুশাসন অর্জনের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগতি মূল্যায়ন করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে।

তাছাড়া বৈশ্বিক পরিসরে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট সূচক থাকলেও একটি নির্দিষ্ট দেশের প্রেক্ষাপটে প্রায়ই সেই সূচকসমূহ ব্যবহার করা কঠিন হয়। তাই একটি নির্দিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক সম্বলিত স্থানীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ ধরনের স্থানীয় কাঠামো প্রণয়ন করা হলে, মূল্যায়ন কাঠামো বাস্তবায়নে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে এবং নীতি নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত হবে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ বিগত তিন দশকে মৌলিক অবকাঠামো এবং সামাজিক পরিসেবার বিস্তৃতিতে এবং নতুন নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। গত এক দশকের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও সুশাসনের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে, এমন একটি বিস্তৃত ও সমন্বিত মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।

ইতোমধ্যে, রূপকল্প ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর মাধ্যমে সুশাসন ত্বরান্বিতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাপ্ত সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে, টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের নিমিত্ত সরকার এসডিজির ১৬ নম্বর লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে টেকসই সুশাসন অর্জনে দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ এবং জনগণ ও নীতিনির্ধারকগণের নিকট সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ), ইউএনডিপি'র কারিগরি সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করার কার্যক্রম শুরু করে ২০১৫ সালে।

এই কার্যক্রমের ধারাবহিকতা ক্রমে, সুশাসনের সুনির্দিষ্ট মাত্রাসমূহকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কিছু বিস্তৃত থিম এর উপর ভিত্তি করে, জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (NGAF) এর আওতায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচকের আলোকে কয়েকটি স্থানীয় জাতীয় সূচক প্রণয়ন করা হয়েছে।

থিম পাঁচটি হলো:

১) অংশগ্রহণ ও সাড়া প্রদানের মাত্রা (Participation and Responsiveness);
২) কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and Capacity);
৩) সমতা ও অন্তর্ভুক্তি (Equity and Inclusion);
৪) আইনের শাসন (Rule of Law) এবং
৫) স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা (Transparency and Accountability)।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

১. জিআইইউ এর নেতৃত্বে ২০১৫ সালের নভেম্বরে এর যাত্রা শুরু হয়।

২. ওয়ার্কিং গ্রুপঃ জিআইইউ এর তত্ত্বাবধানে ও ইউএনডিপির সহায়তায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, General Economic Division (GED), Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) এর সমন্বয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়।

৩. দুই ধাপের কনসালটেশন ও ভেটিং হয়। প্রস্তুতি পর্বে আটটি বিভাগীয় কনসালটেশন (৪৫০ জন অংশগ্রহণকারী), ২০টি ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণের সাথে সভা (সিনিয়র সচিব ও সচিব মহোদয়গণ) এবং মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যগণের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মূল লক্ষ্যঃ

জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়নের তিনটি মূল লক্ষ্য রয়েছেঃ

১. সম্পৃক্ত সকল গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সরকার পরিচালনায় সবল ও দুর্বল দিক এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ও সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ এবং সুশাসনের গুণগত মান মূল্যায়নের মাধ্যমে সুশাসনের জন্য নীতিনির্ধারণী পরামর্শ প্রদান।

২. সরকারের এসডিজি (বিশেষ করে এসডিজি ১৬) মনিটরিং ও রিপোর্টিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান। এমডিজি'র ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রিপোর্টিং ও অর্জন আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই সূচকভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো এসডিজি মনিটরিং ও অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রদর্শনে সহায়তা করবে।

৩. সরকার ও সম্পৃক্ত গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অগ্রাধিকার ও উদ্যোগ এর বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এসডিজি সংক্রান্ত অধিকতর কার্যকরী মনিটরিং ও সম্পৃক্তির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি।

High-level Consultation On The Progress of National Governance Assessment Framework

মূল্যায়ন কাঠামোর গঠন:

মূল্যায়ন কাঠামোটিতে পাঁচটি থিম রয়েছে। পাঁচটি থিম এর অধীন ১৮টি সাব-থিম এবং ৬৪টি সূচক রয়েছে। সূচকগুলো এসডিজি বিশেষ করে এসডিজি-১৬ এর অগ্রগতি মনিটর করার ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করবে।

দেশীয় সূচকসমূহের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন একই সাথে সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে সুশাসন সম্পর্কিত অগ্রগতিকে মনিটর করতে সহায়তা করবে। NGAF-কে এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত করা হয়েছে, যাতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সুসমন্বয় ঘটে, সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গৃহীত হয়, সকলের একটি সাধারণ ভিশন কাজ করে।

জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো					
থিম	অংশগ্রহণ ও সাড়া প্রদানের মাত্রা	কার্যকারিতা ও দক্ষতা	সমতা ও অন্তর্ভুক্তি	আইনের শাসন	স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
সাব থিম	রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ	সংসদ	জেন্ডার সমতা	অপরাধ ও সহিংসতা	নাগরিক তথ্যের অধিকার
	সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিস্তৃত নাগরিক অংশগ্রহণ	জনপ্রশাসন	শিশু ও তরুণ	ন্যায় বিচার অধিগম্যতা	দুর্নীতির প্রকোপ ও বিস্তৃতি এবং এ বিষয়ক জনধারণা
	নাগরিক প্রয়োজন ও জনসেবা প্রদানে সাড়া দেওয়া	স্থানীয় সরকার	দরিদ্রবান্ধব নীতি	আইনের শাসনকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও পদ্ধতির কার্যকারিতা
	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা		সংখ্যালঘু ও অন্যান্য বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি		নৈতিকতা ও শুদ্ধতা

অদ্যাবধি অগ্রগতি:

[] থিম, সাব-থিম ও সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে মূল্যায়ন কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে;

[] পাঁচটি গবেষণা টুল (নাগরিক জরিপ, বেসামরিক কর্মচারী জরিপ, জাতীয় সংসদ সদস্য জরিপ, বিভাগীয় কনসালটেশন, সেকেন্ডারি এনালাইসিস) ব্যবহার করে মূল্যায়ন কাঠামোর পাইলট পরীক্ষা ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে;

[] মূল্যায়ন কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

জরিপে ডাটা সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী:

[] নাগরিক ধারণা জরিপ: ১২০০ জন, দেশব্যাপী;

[] বেসামরিক কর্মচারী জরিপ: ১৮০ জন, সকল গ্রেড;

[] জাতীয় সংসদ সদস্য জরিপ: ৭০ জন জাতীয় সংসদ সদস্য, দশম জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বমূলক;

[] বিভাগীয় কনসালটেশন: ৫৩০ জন, সমাজের সকল শ্রেণির প্রতিনিধিত্বমূলক।

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল:

উল্লিখিত জরিপে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (NGAF) গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে:

[] সংবিধানে নাগরিকদের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি, তা অনুধাবন এবং পরিমাপ করার একটি মাপকাঠি হিসেবে বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে;

[] সরকারের কার্যক্রম ও উদ্যোগ সম্পর্কে জনগণের মতামত, অনুভূতি ও ধারণা জানা, সমস্যা সনাক্তকরণ এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিতকরণের জন্য একটি কার্যকরী টুল হিসেবে;

[] ব্যবস্থাপনা ও নীতি প্রণয়নের টুল হিসেবে উচ্চ প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা;

[] তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সুসঙ্গত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে NGAF বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশে সুশাসনের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে।

কম্পোনেন্ট-৫

এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা।

প্রত্যাশিত অর্জনঃ টেকসই ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ এজেন্ডা তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মেয়াদের বৈশ্বিক এ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের আওতায় ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটির জন্য ইতোমধ্যে lead/ co-lead ও associate মন্ত্রণালয়/ বিভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তিকল্পে ইতোমধ্যেই 'Data Gap Analysis' সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণপূর্বক 'SDGs Needs Assessment and Financing Strategy' প্রণীত হয়েছে। অধিকন্তু, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়নও চলমান রয়েছে। এসডিজি অর্জনে সরকারের উদ্যোগের সূচনালগ্ন থেকেই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যক্রম, বিশেষত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ৫নং কম্পোনেন্টের আওতায় ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশন ও এন্টারপ্রাইজ এর উত্তমচর্চা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে দেশের যুবসমাজকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে “এসডিজি ফর দ্য ইয়ুথ, বাই দ্য ইয়ুথ” শীর্ষক কর্মশালা। সেই সাথে এসডিজির মূলমন্ত্র ‘leave no one behind’ কে সমুন্নত রেখে দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্যও আয়োজন করা হয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ।

এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক প্রথম জাতীয় সম্মেলন:

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (General Economic Division-GED) যৌথভাবে গত ৪-৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক প্রথম জাতীয় সম্মেলন (National Conference on SDGs Implementation Review) আয়োজন করে। উক্ত জাতীয় সম্মেলনে এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/ বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের নকশা (Mapping of Ministries by Targets) এর আলোকে ৪৩টি লিড মন্ত্রণালয়/ বিভাগ তাদের এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে এবং ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। আলোচ্য সম্মেলনে সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ সম্মিলিতভাবে তাদের কৃতকর্মের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপনেরও সুযোগ পায়। General Economic Division (GED) উক্ত জাতীয় সম্মেলনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এসডিজি'র অভীষ্টভিত্তিক সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ নির্ধারণ:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মধ্যে অভীষ্টভিত্তিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের লক্ষ্যে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মহোদয়ের নির্দেশ ক্রমে নিম্নোক্ত কার্য সাধনের জন্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ নির্ধারণ করা হয়;

ক) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটির নির্দেশনাসমূহ অভীষ্টভিত্তিক বাস্তবায়ন সমন্বয় করা;

খ) বছরে দুইবার সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (লিড, কো-লিড, সহযোগী) মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও, সিএসও সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে অভীষ্টভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কর্মশালার আয়োজন;

গ) অভীষ্টভিত্তিক বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ, সেগুলো উত্তরণের উপায় উদ্ভাবন, উত্তম চর্চা অনুশীলন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিতকরণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র:	অভীষ্ট নং	সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট লিড ও কো-লিড মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
১.	অভীষ্ট-১ (দারিদ্র্য বিলোপ)	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২.	অভীষ্ট-২ (ক্ষুধা মুক্তি)	কৃষি মন্ত্রণালয়	খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৩.	অভীষ্ট-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৪.	অভীষ্ট-৪ (গুণগত শিক্ষা)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

ক্র:	অভীষ্ট নং	সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট লিড ও কো-লিড মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
৫.	অভীষ্ট-৫ (জেন্ডার সমতা)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৬.	অভীষ্ট-৬ (নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন)	স্থানীয় সরকার বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭.	অভীষ্ট-৭ (সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি)	বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৮.	অভীষ্ট-৮ (শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৯.	অভীষ্ট-৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো)	শিল্প মন্ত্রণালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১০.	অভীষ্ট-১০ (অসমতা হ্রাস)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১১.	অভীষ্ট-১১ (টেকসই নগর ও জনপদ)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

ক্র:	অভীষ্ট নং	সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট লিড ও কো-লিড মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
১২.	অভীষ্ট-১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন)	খাদ্য মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, আইএমইডি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ,কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১৩.	অভীষ্ট-১৩ (জলবায়ু কার্যক্রম)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
১৪.	অভীষ্ট-১৪ (জলজ জীবন)	মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৫.	অভীষ্ট-১৫ (স্থলজ জীবন)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১৬.	অভীষ্ট-১৬ (শান্তি, ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১৭.	অভীষ্ট-১৭ (অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বিডা), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার অধীনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা:

'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'Leave no one behind' স্লোগানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট আয়োজিত 'স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন' বিষয়ক কর্মশালা সিলেট বিভাগ ব্যতীত সারাদেশের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় শেষ হয়েছে। এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ এজেন্ডা তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সনদে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার সমন্বয়পূর্বক বাস্তবায়ন করা। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মেয়াদের বৈশ্বিক এ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে।

শুরু থেকেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এসডিজি মূলত একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা, যার বাস্তবায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। এ এজেন্ডা যথাযথভাবে অর্জনের জন্য স্থানীয়করণ ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় 'গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট' তৃণমূলের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে উপজেলা, জেলা পর্যায়ের অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন করেছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মোট ২৩২টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, জলবায়ু বিবেচনা করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ৩৯টি সূচক নির্ধারণ করেছে, যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। একই সঙ্গে জিআইইউ সারাদেশের প্রত্যেক জেলার আর্থসামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বিচার-বিশ্লেষণে স্থানীয় পর্যায়ে ১টি সূচকে ভিন্নতা থাকতে পারে বলে মনে করে। এই অতিরিক্ত ১টি সূচক নির্ণয়ের লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বিষয়টি স্পষ্টীকরণে উল্লেখ করা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আবহাওয়া, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচার বিশ্লেষণে নির্ধারিত সূচক অবশ্যই পঞ্চগড় হতে যেমন ভিন্ন হবে তেমনি দেশের বিভিন্ন জেলা/ উপজেলার নিজস্ব প্রয়োজনের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকার থাকাই স্বাভাবিক।